দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

প্রসঙ্গ ঃ জাতীয় গ্রন্থমেলা

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
পরিচালক,
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

'বইমেলা' কথাটা এখন সর্বস্তরের মানুষের কাছে একটি পরিচিত নাম। কিন্তু শুধুমাত্র বই নিয়ে আনন্দ উৎসব আর মেলার আয়োজন করা যায় এখন থেকে দু'যুগ আগেও মানুষের ধারণা ছিল না। ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে পৃথিবীর দেশে দেশে বইমেলার আসর বসেছিল। 'বুকস ফর অল' বা 'সবার জন্য বই'- আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে ইউনেস্কোর আহ্বানের ঢেউ এসে পড়ে আমাদের এই চির সবুজ নদী মেখলা বাংলাদেশে। সে বছর ঢাকায় স্বল্প পরিসরে বইমেলা এবং একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

'বইমেলাকে সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য প্রথম থেকেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বইমেলাকে 'জাতীয় গ্রন্থমেলার' ভিত্তিতে প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় সদর এমনকি জেলা সদর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বইমেলা এখন 'সর্বজন গ্রাহ্য সর্বজন জ্ঞাত' মাত্রা পেয়েছে।

বইমেলা বলতে বোঝায় লেখক পাঠক প্রকাশক বই বিক্রেতাদের সম্মিলনের মাধ্যমে বিপুল বইয়ের সমাহার। কেননা বইমেলার অর্থই হচ্ছে প্রকাশকেরা বিক্রেতারা বিপুল বইয়ের পশরা সাজাবেন–বইয়ের পাঠক, ক্রেতারা বই নেড়ে দেখবেন, ক্যাটালগ মেলাবেন এবং প্রয়োজনীয় দু'দশটা বই পত্তর কিনবেন। অনেকেই হয়তো ভাবেন বইমেলায় সবধরনের বই পাওয়া যাবে। তা কিন্তু নয়। সাধারণ বইয়ের বাজারে দু'ধরনের বই বিক্রি হয় টেক্সট বুক এবং নন টেক্সট বুক। বইমেলায় কিন্তু স্কুল কলেজের পাঠ্যবই বিক্রি হয় না, বরং নন টেক্সট বুক আর আউট বুক বা সৃজনশীল বই যাই বলুন না কেন তারই পশরা বসে বই মেলায়।

যাঁরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বা বই ব্যবসা করেন পেশাটি সন্দেহাতীতভাবে বনেদী বলতেই হবে। বই ব্যবসাকে শুধুমাত্র 'বাণিজ্য' নির্ভর করে তুললে বই প্রকাশন ও বিপনণের আসল উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় বৈকি। মেলার গুণগত মান হওয়া উচিত 'একজিবিশন কাম সেল'। এখনকার অনেক বই মেলায় দেখা যায় 'সেল শুধু সেল'। আর সেল শুধু সেল' নির্ভর হয়ে পড়লে বইয়ের পাঠক ক্রেতারা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 'সবার জন্য বই' সুদীর্ঘ একুশ বছর আগেকার আহ্বান হলেও 'বই হোক নিত্য দিনের সঙ্গী' এই বোধ আজও আমরা গণমানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারিনি। তবে আশার কথা এই দেখছি বছর যতই ঘুরছে বইমেলার দর্শক ক্রেতাদের ভীড় ততই বাড়ছে। মেলায় যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্টল সাজান তাঁরা যদি ভাল মানের বই মেলায় যোগান দিতে পারেন তাতে যেমন বিক্রি বাড়বে অন্যদিকে মেলায় আর একটি বড় দায়িত্ব বই প্রদর্শন সে কাজটিও হবে যথাযথভাবে। 'বুক প্রোমশন' এর অর্থ কিন্তু কে কত বেশী বই বিক্রি করতে পারলো তার প্রতিযোগীতা নয়। বুক প্রোমশনের তাৎপর্য অন্যখানে। প্রকাশনা এখন 'প্রকাশনা শিল্প' অভীধা লাভ করেছে। প্রকাশকের ভূমিকা তো উৎপাদকের। এই উৎপাদন কর্মটি যতই শিল্প সম্মত, পরিপাটি, এবং নান্দনিক হয়ে উঠবে ততই গ্রন্থ পিপাসুরা মনোলোভা বইটির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত হাত বাড়িয়ে দিবেন। আসলে বুক প্রোমশনের জন্য চাই ভালো লেখক, ভালো লেখা, প্রকাশের জন্য চাই ভালো প্রকাশক এবং সর্বোপরি প্রয়োজন দেশব্যাপী রুচিশীল অসংখ্য পাঠক। দুই মলাটের বই নামক বস্তুর মধ্যে যদি পাঠক নতুন ভুবনের সন্ধান খুঁজে পান, একবার যদি বইয়ের প্রেমে পড়ে যান, পড়ার নেশায় পেয়ে বসে সে ক্ষেত্রে বইমেলায় ক্রেতা দর্শকের সংখ্যার পাল্লাটা দিন দিন ভারী হবে। এখানকার প্রকাশনার মানোন্নয়ন, বই বিপনণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা সৃষ্টি করা, পাঠাগারের মান সমৃদ্ধ করা ও পাঠক সেবা সম্প্রসারণ করা অর্থাৎ আমাদের দেশের গ্রন্থ জগতের সর্ববিধ দিকগুলি জাতীয় ভিত্তিতে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষে খসড়া জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণীত হয়েছে। শত সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে প্রথম বইমেলা শুরু, মফস্বলে জাতীয় গ্রন্থমেলাকে নিয়ে যাওয়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল বুকভ্যানে ভ্রাম্যমান বইমেলা করা, গ্রন্থসুহৃদ সমিতির মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জে পাঠক সৃষ্টিতে বইয়ের মাঠকর্মী তৈরী ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। 'জাতীয় গ্রন্থনীতি' প্রণয়নের কাজে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সম্পৃক্ততা আমাদের এক বিরল সৌভাগ্য বলে আমরা মনে করছি।

কবির অমর সত্যবাণী 'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি' জ্ঞান রাজ্যের তো আর শেষ নেই–জানাজানির অন্ত নেই। অনেক জানার জন্য অনেক বই চাই। বিপুল বইয়ের স্বাদ গন্ধ নেবার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাই চতুর্দশ জাতীয় গ্রন্থমেলায়। শিক্ষিত ও সচেতন জনগণই হচ্ছে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা ও সুলভে ভাল বই সরবরাহের মধ্যে সেই শিক্ষিত সচেতন ও সুনাগরিক তৈরী করা সম্ভব। গ্রন্থমেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নতুন বইয়ের সমাহার। ভাল বইয়ের সরবরাহ, ভাল বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারে। রুচিশীল ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজ তৈরী করতে গ্রন্থমেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক।

এবারের গ্রন্থমেলায় শ্লোগান নিম্নরূপ ঃ

১। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযোগী বই চাই (২) জাতীয় বিকাশের জন্য বই চাই (৩) গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের পূর্বশর্ত গণগ্রন্থাগার (৪) বই পড়া পরিবার আনন্দময় পরিবার। চতুর্দশ জাতীয় গ্রন্থমেলা সুন্দর সফল ও সার্থক হোক আজকে এই আমার কামনা।

চতুর্দশ জাতীয় গ্রন্থমেলা উপলক্ষে লেখক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, প্রকাশক/বিক্রেতা পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।